গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা | ৫ - ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শিক্ষা বাঁচাতে রাজপথ দখল ছাত্রদের

১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ছাত্র শহিদ দিবসে এআইডিএসও-র ডাকে কলকাতায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পা মেলালেন বিশাল মিছিলে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচাতে, ক্যাম্পাস থেকে রাজপথ— সর্বত্র ছাত্রী তথা নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ একগুচ্ছ দাবিতে বহু ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বিশাল মহামিছিলের শুরুতে ছাত্র সমাবেশের সামনে বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং

চারের পাতায় দেখুন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশাল ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। ১ সেপ্টেম্বর

শুধু দাগিদের তালিকা প্রকাশ নয়

শিক্ষা দুর্নীতিতে যুক্ত সবার শাস্তি চাই

রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬-র প্যানেলে নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতির কারণেই আদালত এই নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি ১৮০৬ জন দাগি তথা টেন্টেড শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ্যে আসার পরই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। দুর্নীতিতে যুক্ত রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বহু নেতা-মন্ত্রী-আত্মীয়ের নাম প্রকাশ্যে আসছে। এমনকি রাজ্যের বিরোধী দলনেতারও এই দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। দাগিদের তালিকায় রয়েছে বিজেপি নেতাদেরও নাম। তথাকথিত সততার ধ্বজাধারী ও হিন্দুত্বের ঠিকাদারদের মুখোশ খসে পড়ছে।

দাগিদের তালিকা প্রকাশ্যে আসায় এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন, তা হলে আনটেন্টেড বা যোগ্যরা কেন আবার এসএসসি পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা প্রমাণ করবে! কী দোষ তাদের!

এসএসসির প্রকাশিত এই তালিকায় র‍্যাঙ্ক জাম্প করে এবং প্যানেলে না থেকেও চাকরি পাওয়া হিসাবে, আউট অফ প্যানেলে নবম-দশম শ্রেণির ১৮৫ জন ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ৩৮ জন এবং ওএমআর কারচুপি করায় অভিযুক্ত নবম-দশম শ্রেণির ৮০৮ জন ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ৭৭২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম রয়েছে। যদিও অভিযোগ— এই তালিকা দীর্ঘতর হবে। আদালতের রায়ে এই প্যানেলের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি সকলের চাকরি আগেই বাতিল হয়েছে।

প্রশ্ন হল, এই দাগিদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে বিচার চলাকালীন বের করা হল না কেন? তখন বেরোলে কোর্টের রায়ে নিশ্চয়ই এর প্রভাব পড়ত। এবং আনটেন্টেডদের এই অন্ধকারে ডুবতে হত না হয়তো। যদিও প্রকাশিত এই তালিকা ত্রুটিমুক্ত নয়। বার বার নাম যোগ করা হচ্ছে। অন্য দিকে

সাতের পাতায় দেখুন

উপরে পুঁজিপতি নিচে আড়তদার এরাই দেশের আসল সরকার

৩১ আগস্টের শহিদ স্মরণ

১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের আরও একটি শহিদ দিবস চলে গেল ৩১ আগস্ট। ৬৭তম শহিদ দিবস। '৯০ সালের মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের ৩৬তম শহিদ দিবস। অথচ পরিস্থিতি কতটুকু বদলেছে এই দীর্ঘ সময়ে? এ রাজ্যের যে কোনও সাধারণ মানুষ চিৎকার করে বলবেন, কিছুই বদলায়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস সহ শাক-সব্জি, চাল-তেল-আটা—প্রতিটি জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। সাত দশক আগেকার কংগ্রেস সরকারের মতোই এখনকার সরকারগুলি নির্বিকার। উপরে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আর নিচে আড়তদাররাই এখন সরকার। তারাই ঠিক করছে কোন জিনিসটার দাম

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ৩১ আগস্টের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কোলাঘাট বিডিওতে জলবন্দিদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাট ব্লকের প্রায় ৫০টি গ্রামের দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যার সমাধানে ১৯৭৫ সালে ‘দেনান দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্প’ তৈরি হলেও আজও তা পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত হয়নি। গত কয়েক মাস একটানা বর্ষণে জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি গ্রামে রাস্তায় জল জমে রয়েছে। স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কমে গেছে। চলতি খরিফ মরশুমে আমন ধানের চাষ প্রায় কোনও এলাকাতেই হয়নি। ফুল, সব্জি ও মাছ চাষেরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

এই অবস্থায় কৃষক সংগ্রাম পরিষদ ও সোয়াদিঘি খাল সংস্কার সমিতির পক্ষ থেকে ২৯ আগস্ট বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযানে সামিল হন এলাকার ৩ শতাধিক মহিলা সহ জলবন্দি মানুষ। সেচ দপ্তরের তমলুক, পাঁশকুড়া-১ ও ২ এসডিও এবং কৃষি দপ্তরের আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উপরে পুঁজিপতি নিচে আড়তদার

একের পাতার পর

হবে কত। সরকার নীরব দর্শক থেকে এই অবস্থা চলতে দিচ্ছে। আসলে কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারের কাজই হল পুঁজিপতিদের, আড়তদারদের স্বার্থ দেখা। তাদের পায়েই সাধারণ মানুষের স্বার্থ বলি দিয়ে চলেছে সরকারগুলি।

স্বাধীনতার পর দেশে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে লাগাতার বিক্ষোভ-আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৫৯ সালে এসইউসিআই(সি) সহ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে চলতেই ৩১ আগস্ট আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়েছিল বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে খাদ্যদ্রব্য সহ জিনিসপত্রের দাম আগুন হয়েছিল শুধু নয়, বাজারে সেগুলি হয়ে পড়ছিল অমিল। মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল। অথচ সরকার শুধু নির্বিকার ছিল তাই নয়, দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট, বুভুক্ষু মানুষের উপর একের পর এক ট্যাক্স চাপাচ্ছিল। কালোবাজারি-চোরাকারবারিদের অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে দিতে ব্ল্যাক মার্কেটিং অ্যাক্টও প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ফলে মানুষ সর্বত্র মিটিং-মিছিলগুলিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল।

জনগণের সেই ক্ষোভ মেটাতে তৎকালীন বিধান রায়ের সরকার দাবি পূরণের পথে না গিয়ে নির্মম ভাবে লাঠি চালিয়ে দমন করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জনতাকে মেরে ঠাণ্ডা করে দাও যাতে তারা আর আন্দোলন করার সাহস না পায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত জনগণ তাতে ভয় না পেয়ে ৩১ আগস্ট হাজারে হাজারে রাজ্যের গ্রাম-শহর থেকে কলকাতায় এসে জড়ো হন। এ বারও সরকারি দমন নীতির কোনও পরিবর্তন হল না, বরং সরকার নজিরবিহীন নির্মমতা দেখাল। হিংস্র পশুর মতো পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনগণের উপর। পুলিশের হিংস্রতায় সরকারি হিসাবেই মৃত্যু হল ৮০ জন মানুষের, বেসরকারি মতে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আহত হলেন প্রায় ৩ হাজার জন। অসংখ্য মানুষকে পুলিশ নির্বিচারে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে। কিন্তু পুলিশি দমননীতি আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলন চলতেই থাকে। ’৬৬ তে আবার তা খাদ্য আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়ে। আনন্দ হাইত, নুরুল ইসলাম— দুই কিশোরের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। মানুষের ক্ষোভের পরিণামে পতন হয় কংগ্রেস সরকারের। বামপন্থীদের নেতৃত্বে তৈরি হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। মালিক শ্রেণি ষড়যন্ত্র চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই সরকার ফেলে দেয়। ফিরিয়ে আনে কংগ্রেসের অপশাসন। শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের আত্মদানে গড়ে ওঠা দীর্ঘ গণআন্দোলনের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করে ’৭৭-এ ক্ষমতায় বসে সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। সরকার বদলায় কিন্তু তার জনবিরোধী নীতির বদল হয় না। তারা কোনও বিকল্প নীতি নিয়ে সরকার চালানোর পথে গেল না। যথার্থ কমিউনিস্ট না হওয়ার কারণে সে দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের ছিল না। ফলে কংগ্রেস সরকার অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে বামফ্রন্ট সরকার। ফল যা হওয়ার তাই হল। মূল্যবৃদ্ধি-করবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি চলতেই থাকে। ক্ষুব্ধ মানুষ আবার পথে নামে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে। ১৯৯০ সালে লাগাতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৩১ আগস্ট আইন অমান্য আন্দোলনে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায়।। শহিদ হন দলের কিশোর কর্মী মাধাই হালদার। গুলিবিদ্ধ হন দলের আরও ৩২ হন কর্মী।

সরকারের একের পর এক জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তীব্র রূপ নেয় ২০০৭ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে। আবার সরকার বদলায়। পরিস্থিতি বদলায় না। কংগ্রেস-সিপিএমের মতোই তৃণমূল সরকারও পুঁজিপতি-আড়তদার-চোরাকারবারিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। বাজারে এখনও জিনিসপত্রের দাম আগুন। সরকার নির্বিকার। পরিস্থিতি দাবি করছে ’৫৯, ’৬৬, ’৯০-এর মতোই দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার। সরকারকে বাধ্য করার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, সরকার যদি পুঁজিবাদী নীতিতে পরিচালিত হয় তবে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক এই জিনিস চলতেই থাকবে। তাই দাবি উঠুক, পরিস্থিতির বদল চাই, নীতির বদল চাই। তার জন্য শুধু সরকার বদল নয়, চাই সমাজ বদল। তার জন্য চাই জনগণের সচেতন ভূমিকা। একজন সচেতন নাগরিক সমাজ বদলের একজন সশস্ত্র সৈনিক। পরিস্থিতি বদলাতে এমন হাজার হাজার সৈনিক চাই।

মেছেদায় স্বাস্থ্য শিবির

পূর্ব মেদীনিপুরের মেছেদায় ‘মানুষ মানুষের জন্য’ সংস্থার পক্ষ থেকে ১৭ আগস্ট মেছেদায় চারটি বসতির দেড় শতাধিক কিশোর-কিশোরী ও তাদের মায়েদের নিয়ে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বাস্থ্য শিবির হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক কালীশঙ্কর পাত্রের নেতৃত্বে একদল জুনিয়র ডাক্তার সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন। দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সদস্য দন্তচিকিৎসক মহিমা খান। অপুষ্টিতে ভোগা শিশু-কিশোর এবং তাদের মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের আয়োজন করা হয়। এই কাজে সাধারণ মানুষ ছাড়াও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ‘রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’।

বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির ঢাকুরিয়ায়

দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ায় ২৪ আগস্ট নেতাজি কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ১০ জনের একটি দল প্রায় ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।

নিকাশির দাবিতে বালিতে বিক্ষোভ

হাওড়ার বালি পৌর এলাকায় ১০ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাগুলিতে দীর্ঘ একমাস ধরে জল জমে আছে। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এর প্রতিকার চেয়ে ১৯ আগস্ট ওই অঞ্চলের মহিলারা বেলুড় স্টেশন রোড অবরোধ করেন। বালি থানার আইসি সহ প্রশাসনের লোকজন এলে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আইসি জমা জল সরাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বাঁকুড়ায় অ্যাবেকার বিক্ষোভ

স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও ধানকল, গম কল, লেদ-গ্রিল-বাণিজ্যিক প্রেমিসেসে গ্রাহকদের ভুল বুঝিয়ে স্মার্ট মিটার বসানোর ষড়যন্ত্র চলছে। বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার না করায় গ্রাহকরা সঙ্কটে।

২৩ আগস্ট বাঁকুড়ায় অ্যাবেকার পক্ষ থেকে কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকারকে কৃষিতে বিনামূল্যে এবং গৃহস্থদের মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিতে হবে। গ্রাহক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য নেতা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তমাল নন্দ, প্রাক্তন রেলকর্মী শুভাশিস রায়, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ।

জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন

দেশের আদিবাসী, পরম্পরাগত বনবাসী এবং বিশাল সংখ্যক গরিব মানুষ জীবন জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকার বনাঞ্চল এবং পাহাড় রক্ষার নামে তাদের উচ্ছেদ করছে এবং সুকৌশলে সেই জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বন সংরক্ষণ আইন পাল্টে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ৯-১৬ আগস্ট দাবি সপ্তাহ পালনের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটি। এই উপলক্ষে জেলায় জেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে সাত দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেয় কমিটি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি পরিমল হাঁসদা, সহ সভাপতি অনিলবরণ হাঁসদা এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সত্যচরণ সর্দার।

কমিটির দাবি, আদিবাসী সহ সকল ভূমিহীন পরিবারকে জমির পাট্টা দিতে হবে, আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী এবং গরিব মানুষদের কোনও অজুহাতেই উচ্ছেদ করা চলবে না, আদিবাসী ও গরিব মানুষদের জল-জমি-জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, অরণ্য অধিকার আইন-২০০৬ সম্পূর্ণ রূপে কার্যকর করতে হবে, অরণ্য সংরক্ষণ অধিনিয়ম ২০২২ ও অরণ্য সংরক্ষণ আইন ২০২৩ প্রত্যাহার করতে হবে, ইত্যাদি।

সিএইচজি কর্মীদের ১২ হাজার টাকা মাসিক বেতন, এভিডিদের দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি সহ নানা দাবিতে সিএইচজি ও এভিডি ইউনিয়নের নবান্ন অভিযান। ২৯ আগস্ট

কর্মীদের বিপ্লবী গুণাবলি

মাও সে তুং

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৩ - ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

"একটি মহান বিপ্লবকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি মহান পার্টির এবং অসংখ্য প্রথম শ্রেণির কর্মীর। যদি বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকে একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গ্রুপ এবং যদি পার্টি-নেতারা এবং কর্মীরা হন সংকীর্ণমনা, অদূরদর্শী এবং অযোগ্য তাহলে ৪৫ কোটি লোকের চিনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট বিপ্লবকে সার্থক করে তোলা অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরেই চিনা কমিউনিস্ট পার্টি একটি বড় পার্টি, এবং প্রতিক্রিয়ার যুগে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এখনও এটি একটি বড় পার্টি। এ পার্টির অনেক ভাল ভাল নেতা এবং কর্মী আছে, কিন্তু তবুও তা যথেষ্ট নয়।

আমাদের পার্টি সংগঠনকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত করতেই হবে এবং উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য নিয়ে হাজারে হাজারে কর্মী এবং প্রথম শ্রেণির নেতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্যই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে সুশিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কাজে উপযুক্ত, আত্মত্যাগে পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ, নিজে নিজেই সমস্যার মোকাবিলায় সমর্থ, বিপদে ধীর ও স্থির, এবং দেশ, শ্রেণি ও পার্টির কাজে অনুরক্ত ও আসক্ত হতে হবে।

সাধারণ সদস্য ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি এই ধরনের কর্মী এবং নেতাদের ওপরেই ভরসা করে এবং জনগণের ওপর তাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। এসব কর্মী এবং নেতাদের অবশ্যই স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বীরপনা, হামবড়াভাব, কুঁড়েমি, নিষ্ক্রিয়তা, এবং সংকীর্ণমনা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তাদের অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় ও শ্রেণি-নায়ক হতে হবে।

আমাদের পার্টির সদস্য, কর্মী এবং নেতাদের কাছে এরকম গুণ ও কাজের পদ্ধতিই পার্টি দাবি করে। যে শত শত প্রথম শ্রেণির নেতা, লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং হাজারে হাজারে কর্মী আমাদের আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা আমাদের জন্য এই চেতনাগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত গুণ আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন। নতুনভাবে যাতে আমরা আমাদের গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা দরকার এবং আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক মানকে আরও উন্নীত করা দরকার। এটাও কিন্তু যথেষ্ট নয়।

পার্টি ও দেশের মধ্য থেকে অনেক নতুন নতুন কর্মী ও নেতা আবিষ্কার করা আমাদের একটা অবশ্যকর্তব্য হিসেবে মনে রাখতে হবে। আমাদের বিপ্লব নির্ভর করে কর্মীদের ওপর। যেমন স্ট্যালিন বলেছেন, 'কর্মীরাই সবকিছু নির্ধারণ করে'।"

৭ মে ১৯৩৭-এ প্রদত্ত ভাষণ

সমাজতন্ত্র হারিয়ে চিনের শ্রমিকদের অবস্থা এখন কেমন

কেমন আছেন বর্তমান চিনের শ্রমিকরা, যে চিনকে এ দেশের তথাকথিত কিছু বামপন্থী দল এবং কর্পোরেট পরিচালিত সংবাদমাধ্যম 'কমিউনিস্ট চিন' বলে? তাঁদের অবস্থা কি অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির থেকে অন্য রকম কিছু? দেখা যাক।

চিনের রাজধানী বেজিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব শহরতলির একটি এলাকা মাজুকিয়াও। ভোর ৪টে। না, সর্বত্র যেমনটা হওয়ার কথা, এই এলাকাটা এত ভোরেও শান্ত, নিস্তব্ধ নয়। রাতের খাবারের দোকানগুলো তখনও খোলা। তীব্র নিওনের আলোয় গোটা এলাকাটা উজ্জ্বল, এখানে সেখানে মানুষের জটলা, যাদের বেশির ভাগই পুরুষ, এদিক-ওদিক ছোট ছোট গ্রুপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ দোকানগুলো থেকে কিছু কিনে খাচ্ছে। সকলেই যেন একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। কীসের জন্য অপেক্ষা?

মোটামুটি সাড়ে চারটে নাগাদ, আলো যখন বেশ কিছুটা ফুটে উঠেছে তখনই পরিষ্কার হল তারা কীসের জন্য অপেক্ষা করছে। ইলেকট্রিক স্কুটারে চড়ে হাজির হল কিছু ব্যক্তি। এবং পৌঁছেই তারা চিৎকার করতে শুরু করল, ১৭০ ইউয়ান, ১৮০ ইউয়ান!

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা ভিড়টা মুহূর্তে ঘোষকদের চারপাশে জমা হয়ে গেল। খেয়াল করতে থাকল কে কত ইউয়ান দর হাঁকছে। যে বেশি দাম দেবে, তার সঙ্গেই যাবে এরা ভাড়া খাটতে। ওই ব্যক্তিরা নির্মাণ ক্ষেত্রের কাজ, বোতলজাত পানীয় প্যাকেজিং, বিল্ডিং পরিষ্কারের জন্য ঠিকা শ্রমিক ধরতে এসেছে। আশপাশের শ্রমিক বস্তিগুলো থেকে আরও শ্রমিকের দল ক্রমাগত জমা হতে থাকে। ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। শত শত শ্রমিকে ভরতে শুরু করে এলাকাটা।

এটাই বেজিংয়ের সব চেয়ে বড় শ্রমিক-বাজার। এখানে মজুর বেচাকেনা হয়। সাধারণ ভাবে মজুর বেচাকেনা বললেও আসলে বিক্রি হয় তাদের শ্রমশক্তি, যা পুঁজিবাদী বাজারের পণ্য। সারা দেশ থেকে প্রতিদিন সকালে শ্রমিকরা এখানে জড়ো হয় কাজের খোঁজে। যাদের শিকে ছেঁড়ে তারা অতি দ্রুত ছোট ছোট ভ্যানে চড়ে। কেউ মাথায় হেলমেট চাপিয়ে, কেউ বগলে লম্বা ঝাঁটা নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় মালিকের ঠিকানার উদ্দেশে। আর যাদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে না তারা আরেক নিয়োগকর্তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর না হলে বাড়ি ফিরে যায়। বেলা আটটার মধ্যেই ভিড় হালকা হয়ে যায়— শ্রমিকদের ভাগ্য, অন্তত সে দিনের জন্য ততক্ষণে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সারা দেশের গ্রাম-মফঃস্বল থেকে এ ভাবেই কাজের খোঁজে আসা মানুষজন শহরে এসে জড়ো হয়। এদের শ্রমেই দেশ এগিয়ে চলে। গত কয়েক দশক ধরে চিনে এমনটাই ঘটে চলেছে। ঠিক যেমন ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় শহরেই দেখা যায় কাজের খোঁজে শ্রমিকদের ভোর থেকে দলে দলে অপেক্ষা করতে।

কিন্তু চিনের অর্থনীতির গতি ক্রমে ধীর হচ্ছে। কাজের বাজারে তাই ভাটার টান। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা টিকে থাকার সংগ্রাম চালাচ্ছে। এই ক্ষেত্রটিতে আর আগেকার মতো কর্মসংস্থান হচ্ছে না। মজুরিও ক্রমাগত কমছে। কারখানাগুলিও চাইছে শুধু তরুণ এবং অতি দক্ষ কর্মীদের। কারণ এরা বেশি উৎপাদন করতে পারবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কর্মীরা শ্রমের বাজারে ব্রাত্য। এদের নিয়ে আজকের পুঁজিবাদী চিন আর ভাবে না। পুঁজিবাদ বোঝে মুনাফা। যে প্রবীণ মানুষটি তরুণ বয়সে শ্রম দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করেছে, এগিয়ে নিয়ে যেতে সাধ্যের বেশি শ্রমশক্তি ঢেলেছে, বয়স হয়ে যাওয়ায় আজ আর তার কোনও দাম নেই। এমনটাই ঘটে পুঁজিবাদে।

শ্রমের বাজারগুলি বাস্তবে নিয়োগকর্তাদের দরাদরির জায়গা। মালিক চায় যতদূর মজুরি কম দেওয়া যায়। শ্রমিক আশা করে বাঁচার মতো মজুরি। তা নিয়ে চলে দরকষাকষি। মালিকের এজেন্টদের চিলচিৎকারে চাপা পড়ে যায় আর একটু বেশি মজুরি চেয়ে শ্রমিকদের নিচু গলার আবেদন।

'এখানে কারা অভিনয় করতে চাও?'— স্কুটারে বসা একজন এজেন্ট জোরে ঘোষণা করল। সে ১৬ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের চাইছিল এক সিনেমা সেটের একস্ট্রা হিসাবে। মুহূর্তে তার চারিদিকে একটা ভিড় ঘন হয়ে আসে এবং জানতে চায় মজুরি কত দেওয়া হবে, কতক্ষণের জন্য থাকতে হবে এবং সেটে তাদের দেখা যাবে কি না। মালিকের এজেন্টের কথা শুনে বেশিরভাগ মহিলাই সেখান থেকে সরে যায়, এটা বলতে বলতে যে, মজুরি হিসাবে এটা অত্যন্ত কম। নিয়োগকর্তা কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য একটা ভিড়ের খোঁজে দ্রুত এগিয়ে যায়।

সেখান থেকে সরে যাওয়া একজন মহিলা ওয়াং লি-ইউয়ান। চুলের ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে, উচ্চকিত কণ্ঠে ওয়াং জানালেন, তিনি ৪৩ পার করেছেন, তিনি আর যুবতী নয়— অন্তত নিয়োগকর্তারা যেমনটি চায়। বললেন, তারুণ্য তোমার যতই থাক, ৪০ পার হলেই তুমি অবসরের খাতায় চলে গেলে! কী সাংঘাতিক অবস্থা!

এই বাজারে আসার আগে ওয়াং এক ওষুধ কারখানায় কাজ করতেন। বয়সের কারণে তাঁকে সেখান থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। তাই এখন নতুন কাজ খুঁজতে হচ্ছে। কিন্তু আগের কারখানাতে দীর্ঘ দিন দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য তিনি এখন আর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না।

এমনকি নির্মাণ শিল্পেও বেছে বেছে নিয়োগ করা হয়— আপনার কি কাজের ভাল অভিজ্ঞতা আছে? আপনি কি দক্ষ? শ্রমিকদের নানা প্রশ্ন করে এ ভাবে ঝাড়াই বাছাই করা হয়। এমনটাই জানালেন ওয়াং। তিনি এসেছেন উত্তর-পূর্ব প্রদেশ হেইলংজিয়াং এলাকা থেকে।

ওয়াং জানান, কাজের বাজার প্রতিদিন থাকলেও সপ্তাহে ৪-৫ দিনের বেশি কাজ জোটে না। সপ্তাহে একদিন হয়তো একটু বেশি মজুরি জোটে। কিন্তু তা-ও আগে যা পাওয়া যেত তার থেকে অনেকখানি কম। তাছাড়া আগে সঙ্গে খাবার পাওয়া যেত। পেনশন এবং স্বাস্থ্যবিমাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বলল, তার ১৩ বছরের ছেলে হেইলংজিয়াং-এ তার দাদু-দিদিমার কাছে থাকে, তার জন্য পাঠানো টাকার পরিমাণও কমিয়ে দিতে হয়েছে।

'বাস্তবিক, আমি আমার সন্তানকে— আমার পক্ষে যতটা সম্ভব একটু ভাল ভাবে মানুষ করতে চাই'— বললেন ওয়াং। কিন্তু সাধ্য নেই যে! এমনটা কি ছিল মাও সে তুং-এর চিনে? কারণ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, চিকিৎসা ছিল ফ্রি। এখন তো পুরো ব্যবসা।

হুও শাক্সিও গত চার বছর ধরে এই কাজের বাজারে আসছেন। তিনি আগে একটা প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করতেন। তিনি আবার গিগ ধরনের কাজই পছন্দ করেন। বললেন, যদিও এ কাজটা স্থায়ী নয়, মাসে অর্ধেক দিন কাজ পাওয়া যায়, তবু এ কাজে আমি স্বাধীন। আমার প্রয়োজন মতো বাড়িতে ফিরতে পারি পরিবারকে দেখভালের জন্য।

শ্রমের বাজারের এই ছবিটা কি ভারতের থেকে কিছু মাত্র আলাদা? শুধু ভারত কেন, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই এখন একই চিত্র। অথচ মাও সে তুঙের চিন তো এমন ছিল না। চিন যতদিন সত্যিকার অর্থে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল তত দিন সেখানে কাজ করা ছিল আবশ্যিক বিষয়। কাজের ক্ষেত্রগুলির পরিচালক ছিল শ্রমিকরাই। মাও সে তুঙ তো আজকের এই চিনের স্বপ্ন দেখেননি। বরং

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন সিজিইসিএ-র নেতৃত্বে দুরগে হিন্দি ভবনের সামনে বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে ৩০ আগস্ট বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ছাত্রদের দখলে রাজপথ

একের পাতার পর

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি কমরেড অজিত সিং পানোয়ার, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড অজয় কামাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় সহ মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, চা-বাগান, হিন্দি-উর্দুভাষী, সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। বিশাল ছাত্র সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন— গোটা দেশ জুড়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করার পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষানীতি '২০-র মধ্যে দিয়ে করছে, ঠিক একই ভাবে রাজ্যে-রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারগুলো ওই শিক্ষানীতি অনুসরণ করে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে। এ রাজ্যে ৮২০৭টি সরকারি স্কুল সরকারি পরিকল্পনায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হয়েছে। এআইডিএসও যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে স্কুলে ফেরানো এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবিতে লড়াই করে যাচ্ছে।

সরকারি কলেজগুলিতে ভর্তি বন্ধ রেখে বেসরকারি কলেজে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভর্তি হতে এক অংশের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করেছে রাজ্য সরকার। এআইডিএসও এর বিরুদ্ধে এবং সরকারি শিক্ষাকে রক্ষা করতে গোটা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে। সমাবেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র কায়েম করার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়। শাসক দলের কাছে মাথা নত না করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের ভূমিকাকে অভিনন্দিত করা হয়। সমাবেশে এসআইআর-এর নাম করে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়। সমাবেশের পর হাজার হাজার ছাত্রের স্লোগান-মুখরিত মিছিল কলেজ স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলে এসপ্ল্যানেডের উদ্দেশে। এই ছাত্র সমাবেশ ও মহামিছিলে মেডিকেল, প্যারামেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীরা, নার্সিং, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের নানা স্তরের ছাত্রছাত্রী শামিল হন। পাহাড়, চা বাগান, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, খরা এলাকার ছাত্র-ছাত্রী সহ বিভিন্ন অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল।

মহামিছিল থেকে তাঁরা দাবি তোলেন, আর জি কর থেকে কসবা ল কলেজ— সমস্ত ঘটনার ন্যায়বিচার চাই। সমস্ত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। স্কুল স্তরে সেমেস্টার পদ্ধতি বাতিল করতে হবে। স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল করতে হবে। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে শাসকের থ্রেট ও দুর্নীতির সিন্ডিকেট বন্ধ করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি তোলেন। দার্জিলিংয়ের বাগডোগরায় মহামিছিলের প্রস্তুতির সময় মিথ্যা মামলায় আটক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্লোল বাগচী সহ ৪ জন সংগঠকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি ওঠে মিছিল থেকে। মিছিল শেষে এলাকায় এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ফিরে যান।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিক্ষোভ হুগলিতে

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা মারাত্মক সরকারি বঞ্চনার শিকার। সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীনে মাসে মাত্র ৯ হাজার টাকা সাম্মানিকের বিনিময়ে দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা সেন্টারে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করে আসছেন। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রকল্পের দপ্তর সংক্রান্ত সমস্ত কাজ ডিজিটালাইজড করার সর্বাত্মক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপের মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপর ডাটা এন্ট্রি করার ফতোয়া জারি করা হয়েছে। অথচ এর জন্য তাঁদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এই কাজের জন্য এখনও তাঁদের স্মার্টফোন দেওয়া হয়নি, বরং বাধ্য করা হয়েছে ১৫-২০ হাজার টাকা দামের ফোন কিনতে। মা ও শিশুদের খাদ্যের গুণগত মান ও পরিমাণ বাড়ানোরও কোনও পরিকল্পনা নিচ্ছে না সরকার। কর্মরত অবস্থায় কর্মী ও সহায়িকাদের মৃত্যু হলে পরিবারকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। এতদিন কর্মী ও সহায়িকাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার পাওয়ার অধিকার ছিল। পোষণ ট্র্যাকার অ্যাপে তাঁদের খাবার পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

সম্প্রতি সরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো না গড়ে তুলেই পোষণ ট্র্যাকারের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি-র কাজ করাতে চাইছে। উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় বহু দরিদ্র উপভোক্তার এই পরিষেবা থেকে বাদ চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি নিয়ে ২০ আগস্ট দেড় হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা মিছিল করে এসে চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড় তিন ঘণ্টা অবরোধ করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে তাঁরা হুগলি জেলাশাসক এবং ডিপিও-র দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান ও স্মারকলিপি দেন। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত ও হুগলি জেলা সম্পাদিকা রীতা মাইতি।

বধূনির্যাতনের বিরুদ্ধে বেলেঘাটা থানায় ডেপুটেশন

৩০ আগস্ট কলকাতার বেলেঘাটায় এক গৃহবধূর উপর তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নৃশংস নির্যাতনের সংবাদ পাওয়া মাত্র বেলেঘাটার 'প্রত্যাশা' সামাজিক সংগঠন এলাকার মহিলাদের নিয়ে সিআইটি মোড়ে বিক্ষোভ সভা করে। ঘটনার তদন্ত, দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং নারীর উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা প্রতিরোধ ও মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সংস্থার পক্ষ থেকে বেলেঘাটা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে, অশ্লীলতার প্রসার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরার আগরতলায় ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল এআইএমএসএস-এর শহর কনভেনশন। প্রতিমা আচার্যিকে সভানেত্রী ও মিঠু রানি ভৌমিককে সম্পাদিকা করে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়।

এসআইআর-এর নামে ভোটাধিকার হরণ দেশ জুড়ে প্রতিবাদ সপ্তাহে শামিল মানুষ

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন তথা এসআইআর নিয়ে দেশ জুড়ে প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এর আগেও ভোটার তালিকার সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এ বারের সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য দেশের গরিব জনসাধারণের ভোট দেওয়ার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া। তাই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নির্বাচন কমিশন তাদেরই প্রকাশিত ভোটার তালিকায় ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ভোটার থেকে নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। কমিশন মাত্র এক মাসের মধ্যে এই তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ করেছে এবং কোনও নতুন ভোটারের নাম যুক্ত করেনি। এই ৬৫ লক্ষ ভোটার ও তাদের পরিবারের শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, সারা দেশেই এই সংশোধনী কার্যকর করবে।

মধ্যপ্রদেশের গুনা

ত্রিপুরার আগরতলা

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর

সংশোধনের সময়ে ভোটারদের যে ১১টি ডকুমেন্টের যে কোনও একটি দেখানোর কথা নির্বাচন কমিশন বলেছে, তা ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-অঞ্চল নির্বিশেষে বস্তি ও ফুটপাথবাসী, পরিযায়ী শ্রমিক, আদিবাসী থেকে গরিব সাধারণ মানুষের নেই। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট এই ডকুমেন্টের মধ্যে আধার কার্ড যুক্ত করার কথা বলেছে।

গণতন্ত্রের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি নিবিড় সংশোধনের নামে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া বন্ধ করা, রিগিং বা প্রতারণা রোধ করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ২৫-৩১ আগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে।

মৌলবাদী ফতোয়ায় জাভেদ আখতারের কর্মসূচি বাতিল

তীব্র নিন্দায় এআইডিএসও

এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এটা গভীর উদ্বেগের যে, কিছু ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীর বিরোধিতার কারণে কলকাতায় ‘পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি’-র উদ্যোগে ৩১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ‘হিন্দি সিনেমায় উর্দু’ শীর্ষক অনুষ্ঠান, যেখানে প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন। আমরা মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির অগণতান্ত্রিক এই দাবি ও হীন স্বার্থে রাজ্য সরকারের তার কাছে মাথা নত করাকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এই গোষ্ঠীগুলি অনুষ্ঠানটির বিরোধিতা করেছে কারণ অতিথি জাভেদ আখতার নিজেকে ‘নাস্তিক’ হিসেবে সাথে পরিচয় দেন। গণতন্ত্রে একজন নাগরিকের ধর্মে বিশ্বাস করা বা না করা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এ ধরনের ঘটনা স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় দেশ তথা রাজ্যে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ কতটা শোচনীয় অবস্থায় আছে।

এই পরিস্থিতিতে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষকে এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ, সমস্ত মৌলবাদী চিন্তা ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার আহ্বান জানাচ্ছি।

উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের সভা

উত্তরপ্রদেশে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে ৩১ আগস্ট আমরোহার অখবন্দপুর গ্রামে এলাকার ২৫টি গ্রামের কৃষকদের একটি সভা হয়। প্রায় দেড়শো কৃষক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভার সভাপতিত্ব করেন প্রীতম সিং, পরিচালনা করেন গম্ভীর সিং।

দুধ সহ সমস্ত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার বাতিল করা, সার-বীজ-জলসেচ সমস্যার সমাধান ইত্যাদি দাবি ওঠে। দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন কৃষকরা।

এ ছাড়া, নুরপুর তুঘলকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজকীয় মণ্ডল ইন্টার কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত না করে সেটি বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সভায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর-এর বিরোধিতা করা হয়।

পাটনায় সেভ এডুকেশন কনভেনশন

১৭ আগস্ট পাটনার আইএমএ হলে রাজ্য বিহার রাজ্য শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ’২০-র মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ এবং ‘জনগণের বিকল্প শিক্ষানীতি ২০২৫’ সম্পর্কে আলোচনা করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভারতী এস কুমার। জেএনইউ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। এই নীতি দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী এবং মহিলাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে। অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আর এস আর্য, অধ্যাপক যোগেন্দ্র, এআইফুকটোর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক অরুণ কুমার, এনআইটি পাটনার প্রাক্তন অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ সন্তোষ কুমার, ডঃ সফদার ইমাম কাদরি প্রমুখ।

বিদ্যালয় শিক্ষার উপর প্যানেল আলোচনায় বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আরটিই-এর বিহার রাজ্য আহ্বায়ক অনিল কুমার রাই, শিক্ষক ও সমাজকর্মী শশীভূষণ চৌধুরী এবং শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ নরেন্দ্র প্রিয়দর্শী।

শিক্ষা সংরক্ষণ এবং শিক্ষা আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়।

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ

প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানোর বিরুদ্ধে এবং ইতিমধ্যে বসানো স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে মধ্যপ্রদেশের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

গোয়ালিয়র, গুনা, ভোপাল সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মধ্যপ্রদেশ ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (মেকা)-র নেতৃত্বে মানুষ শামিল হচ্ছেন বিক্ষোভে। ২২ আগস্ট গোয়ালিয়রের ফুলবাগে গ্রাহকরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রচনা অগ্রবাল, জেলা সম্পাদক রূপেশ জৈন প্রমুখ।

গুনায় ২৫ আগস্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির সামনে ধরনায় বসেন গ্রাহকরা। স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন রাকেশ মিশ্র, নরেন্দ্র ভদৌরিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক বিদ্যুৎ গ্রাহক।

ছবি ঃ বাম দিক থেকে গোয়ালিয়র, ভোপাল ও গুনা

পাঠকের মতামত

বাংলাভাষী মানেই অনুপ্রবেশকারী ?

ভারতে ভাষা, ধর্ম, প্রাদেশিকতা নিয়ে বিবাদ তো ছিলই, তার সঙ্গে এখন নাগরিকত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা। আগামী দিনে এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে যেতে পারবে কি না, এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে কি না, ভারতীয় নাগরিক হয়েও একজন ভারতে থাকতে পারবে কি না— সবই অনিশ্চিত। মানুষ সারাদিন তার পেটের চিন্তা, পরিবারকে রক্ষার চিন্তাতেই ব্যস্ত। ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও মুহূর্তে তারা অত্যাচারিত, পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, আটক হতে পারে, গ্রেপ্তার হতে পারে, তার বাড়ির উপর দিয়ে বুলডোজার চলে যেতে পারে। সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সে বিদেশি হয়ে যেতে পারে, তাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে এই সব চিন্তাগুলোই আজ অন্য সমস্ত চিন্তার থেকে বড় চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যুগ যুগ ধরে যাদের পূর্বপুরুষ এ দেশের, সেই আদিবাসী জনজাতিরা যেন আজ বেশি করে সমস্যার মুখোমুখি। কারণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের যেতে হয় কাজের জন্য, মূলত নির্মাণ কাজ, রাস্তাঘাট-ব্রিজ সহ বিল্ডিং নির্মাণের কাজ, অথচ তাদের বেশিরভাগেরই স্থায়ী কোনও বাসস্থান নেই। খরা বন্যা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাদের নথিপত্র সংরক্ষিত রাখার কোনও উপায়ই নেই। এই অবস্থায় বিজেপি শাসিত বেশ কিছু রাজ্যের সরকার ধর্ম-বর্ণ-ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিকতা ও প্রতিহিংসার রাজনীতির খেলায় মেতেছে। তারা জিগির তোলার চেষ্টা করছে 'বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি', যা রাজ্যে রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষ সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতা তৈরি করছে। বিজেপি প্রচার করে মানুষের মনে ঢোকাবার চেষ্টা করছে, সারা দেশে এমন ভাবে সংখ্যালঘুরা বেড়ে যাচ্ছে, ওরাই ভবিষ্যতে দেশ শাসন করবে। ফলে হিন্দুরা সাবধান। অথচ তার কোনও বাস্তব প্রমাণ তারা দেখাতে পারছে না। বিভিন্ন রাজ্যে কিছু অসচেতন মানুষ এটা বিশ্বাসও করছে।

কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগণা বাগদার হরিহরপুর গ্রামের ফজর এবং তাঁর স্ত্রী এ রকমই এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের পুলিশ তাঁদের বাংলাদেশে জবরদস্তি পুশ ব্যাক করেছিল। যদিও ঘটনাচক্রে তাঁরা আবার ভারতে আসতে পেরেছেন। ফজরের বাবার দাবি 'আমাদের পূর্বপুরুষও ভারতীয়। এখানেই আমাদের জন্ম- কর্ম। তবু ছেলে-বৌমাকে এমন হেনস্থা হতে হল'। ফজরের কথায় 'আমরা গরিব মানুষ তাই ভিন রাজ্যে ফের কাজে যেতে হবে। তবে সরকারের কাছে আবেদন, আমাদের এমন কোনও কার্ড দেওয়া হোক, যা দেখালে কোনও রাজ্যের পুলিশ অত্যাচার করতে পারবে না'।

বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস জল মেপে ত্রাতার ভূমিকায় অনেক দেরিতে নেমেছে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন না থাকলে এইটুকুও বোধহয় দেখা যেত না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিজেপির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নয়, এখন তারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী এবং সংখ্যালঘুদের মসীহার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইছে।

যতদিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন দারিদ্র, বেকারি, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, অশিক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা সংকট থাকবে, ততদিন সরকারগুলি জাত-পাত-ভাষা-ধর্ম- প্রাদেশিকতা-নাগরিকত্ব ইত্যাদি নিয়ে নানা সমস্যা তৈরি করে যাবে, যাতে মানুষ মূল সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।

এই পরিস্থিতিতে জনগণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক গণআন্দোলনই সমস্ত বিভেদের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে পারে।

নিখিল কবিরাজ, হোওড়া

ভয়াবহ বিপদ আসছে

কোথাও অসময়ে প্রবল বৃষ্টি, কোথাও আবার তীব্র দাবদাহ, সুনামি, দাবানল, বজ্রপাত, ঝড়, প্রবল জলোচ্ছ্বাস— গোটা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে দেশে এই পরিস্থিতি চলছে। ইংল্যান্ডে, স্পেনে অতিরিক্ত গরম, ভারতে অতিবৃষ্টি, সুনামি আবার ল্যাটিন আমেরিকায় কোথাও তীব্র দাবদাহ অন্যত্র প্রবল বৃষ্টি— এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিকতা? শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। হল কেন? তারই কারণ হিসেবে বারবার সামনে আসছে পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের অতি ভয়ঙ্কর তথ্য। আরও স্পষ্টভাবে বললে বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে যে গ্রিনহাউস গ্যাসের (ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড) পরিমাণ বাড়ছে, এর ফলে বাড়ছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা, যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন নামে পরিচিত, যার দরুন জলবায়ুর বিরাট পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

মূলত বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে কৃষি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ সহ পুরো জীবকুলের উপরেই এক ভয়াবহ সংকট নেমে আসছে। যেমন একদিকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধির দরুন মেরু অঞ্চলে বরফ গলছে। এর ফলে মেরু অঞ্চলের প্রাণীজগৎ আজ গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। অপরদিকে সমুদ্রের জলরাশি বাড়ছে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলোর আগামী দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দেশে দেশে শাসকরা এই গভীর সংকট নিয়ে খুবই উদাসীন। আগামী দিনে ভয়াবহ বিপদের কথা বলে বারবার বিজ্ঞানী পরিবেশবিদরা সতর্ক করছেন, কিন্তু কোনও দেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে না। আমাদের দেশ ভারত সহ বিশ্ব নেতারা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলছেন, স্থিতিশীল উন্নয়ন সহ নানা বুকনি দিচ্ছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।

আজ গোটা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শাসন চলছে, এই পুঁজিবাদ মুনাফা ছাড়া কিছুই বোঝে না, মানুষ মরছে মরুক, সভ্যতা ধ্বংস হোক তবুও মালিক শ্রেণির লাভ চাই, তাই তারা কোনও সতর্কবাণী কানে তুলছে না। একের পর এক বনভূমি ধ্বংস করছে, যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করে পারমাণবিক বোমা তৈরি করে চলেছে, নানা ভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে তাদের মুনাফার স্বার্থে। আমরা এই ঘটনার নানা উদাহরণ প্রতিদিন নিজ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারছি। এই পরিস্থিতিতে সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশকে রক্ষা করতে ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে সাধারণ মেহনতি মানুষকেই ভূমিকা নিতে হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ আর বাসযোগ্য থাকবে না এবং ধীরে ধীরে পুরো জীবজগতই বিপন্ন হবে।

অর্ঘ্য প্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর

মহিলাদের নাইট শিফট

কেন্দ্রীয় শ্রমকোডই চালু রাজ্যে

মহিলাদের নাইট শিফটে কাজ করানোর বিষয়ে ১২ আগস্ট ১ দিনের নোটিশে এক সভা ডাকা হয় রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার যে গাইড লাইন দিয়েছে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি। নাইট শিফটে মহিলাদের কাজের প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা। ১৪ আগস্ট রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে এ বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

সংগঠনের প্রশ্ন, ১৯৪৮ সালে তৈরি ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট-এর চ্যাপ্টার ৬-এর ৬৬ ধারায় মহিলা শ্রমিকদের সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত কাজ করানো যাবে না বলা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল শপস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৬৩-র ১০ নং ধারায় রাতে নারীদের কাজ না করানোর কথা বলা হয়েছে। তা হলে হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন হল, যার ফলে প্রচলিত পূর্বের ক্ষেত্র ছাড়া নতুন ক্ষেত্রে নাইট শিফটে মহিলাদের কাজ করানোর প্রস্তাব আনতে হচ্ছে?

কোনও শ্রমিক সংগঠন বা মহিলা শ্রমিকরা নাইট শিফটে কাজের দাবি করেননি, এটা করেছে মালিক পক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার বার জোর দিয়ে বলছে যে, মোদি সরকারের ৪টি শ্রম কোড তারা এই রাজ্যে কার্যকর করবে না। অথচ রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব তাদের এই বক্তব্যের বিপরীত। দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০-এর চ্যাপ্টার ১০-এর ৪৩ নং ধারায় মহিলাদের সম্মতির ভিত্তিতে ও নিরাপত্তায় নাইট শিফটে কাজের কথা বলা আছে। এখন প্রশ্ন, মহিলারা নির্ভয়ে, নিরাপদে নাইট শিফটে কাজ করবেন, এই সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ কি আছে আজকের সমাজে? আমাদের দেশ, রাজ্যের পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত ঠিক উল্টো ছবিই বরং তুলে ধরছে।

বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও নীতিহীন মানসিকতায় প্রভাবিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও নারীদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ ও নিগ্রহের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রেও প্রায়শই তাঁরা নানা ধরনের যৌন হেনস্থার শিকার হন। নারীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তথাকথিত বহু আইন থাকা সত্ত্বেও নারীদের উপর অত্যাচার কমছে না, বরং বাড়ছে। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের নৃশংস ঘটনা ঘটল। নারী নিরাপত্তা আজ গভীর প্রশ্নের মুখে। সরকারি গাইড লাইনে নারী নিরাপত্তার বহু কথা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। তাই নারীদের সম্মতি ও নিরাপত্তার সাপেক্ষে এবং নারী স্বাধীনতা, সমান অধিকারের মোড়কে তৃণমূল সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাস্তবোচিত নয়।

এই প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের বা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মতামত শ্রম দপ্তর নেয়নি। এগুলি না করে, এই নাইট শিফটের বিষয়টি মহিলা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দিলে সেটা হবে অগণতান্ত্রিক এবং অবিবেচনার কাজ। মালিকের স্বার্থরক্ষা ছাড়া যার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

চিনের শ্রমিকদের অবস্থা

তিনের পাতার পর

শ্রমিক শ্রেণিকে তাদের স্থায়ী দুরবস্থা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দেওয়াই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লব করেছিলেন। চিনের বর্তমান নেতারা অত্যন্ত চালাকির সাথে রাষ্ট্রের পরিচালক হিসাবে 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না' নামটা রেখে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, অসচেতন শ্রমিক শ্রেণিকে প্রতারিত করা। বাস্তবে চিনে আজ পুঁজিবাদ সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ভেঙে দিয়ে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফিরে এসেছে শ্রমিক শোষণ। তারই অনুষঙ্গ তো বৈষম্য। যার ফল আজ ভোগ করছে চিনের শ্রমিক শ্রেণি। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে চিনের শ্রমিকদের আজ আর কোনও পার্থক্যই নেই।

ট্র্যাজেডি এই যে এত কিছু দেখেও এ দেশের সিপিআই, সিপিএম, সিপিআইএমএল-এর মতো এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট দলগুলি চিনকে সমাজতান্ত্রিক বলে। বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের বিচারধারা, দৃষ্টিভঙ্গি চিনের বাস্তব অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন নয়। এস ইউ সি আই (সি) ২০০৪ সালে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, চিন আর কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নেই। প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সেখানে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিকদের বর্তমান দুর্দশা তারই পরিণতি।

(তথ্যসূত্র ঃ নিউইয়র্ক টাইমস নিউজ সার্ভিস)

একটি বিজ্ঞাপন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাভারকার

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে লালকেল্লার পৃষ্ঠভূমিতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ও একত্রে চারজনের ছবি— সাভারকার, গান্ধীজি, নেতাজি ও ভগৎ সিং। এর মধ্যে সাভারকারের অবস্থান একদম শীর্ষে। এই বিজ্ঞাপন দেশপ্রেমিক মানুষকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাভারকার যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে তিনি কী ভাবে এই সমস্ত মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে একই ফ্রেমে আসতে পারেন?

স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলনে সঙ্ঘ পরিবারের ভূমিকার কথা উঠলেই বিজেপি বিনায়ক দামোদর সাভারকারের কথা বলে থাকে। এ কথা ঠিক বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সাভারকার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারই পরামর্শে ও পরিকল্পনায় মদনলাল ধিংড়া লন্ডনে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে ১৯০৯ সালের ১ জুলাই হত্যা করেন। ওনারই পরিকল্পনায় ওই বছরের ২৯ ডিসেম্বর পুনার জেলাশাসক জ্যাকসনকে হত্যা করেন অনন্ত কানহিয়ার। এই মামলায় মদনলাল ধিংড়া ও অনন্ত কানহিয়ার সহ চার জনের ফাঁসি হয় ও ২৭ জনের জেল হয়। সাভারকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ বছরের জন্য আন্দামানে কুখ্যাত সেলুলার জেলে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।

১৯১১ সালের ৪ জুলাই সাভারকারকে সেলুলার জেলে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বছর ঘোরবার আগেই বীর (!) সাভারকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে পিটিশন জমা দেন। সেটা মঞ্জুর না হওয়াতে ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর আবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখেন। ভুলে যান যে তারই পরিকল্পনায় যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল তার জন্য চারজনের ফাঁসি ও ২৭ জনের জেল হয়েছে। ক্ষমা ভিক্ষা করে সাভারকার ইংরেজ সরকারের কাছে চিঠিতে লেখেন, '... সরকার যদি তার বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে অনেক বিপথগামী যুবক যারা একসময় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত আমার সাংবিধানিক পথে ফিরে আসা তাদের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে। সরকার আমাকে যা কিছু করতে বলবে, সেই মতোই সব করতে আমি প্রস্তুত।

সাভারকার এই চিঠি যখন লিখছেন তখন ওই কুখ্যাত সেলুলার জেলে শত অত্যাচার সহ্য করেও লড়াই করে যাচ্ছেন শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী। মোদিজিরা অবশ্য এদের মধ্যে বীরত্ব খুঁজে পাননি। পেয়েছেন সাভারকরের মতো আপসকামীর মধ্যে। সাভারকার তিনবারের চেষ্টায় ক্ষমাভিক্ষা পাওয়ার পর ব্রিটিশকে সেবা করার জন্য হিন্দু যুবকরা যাতে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে না যায় সেই চেষ্টা করে গেছেন। চেষ্টা করেছেন কী ভাবে ব্রিটিশকে সাহায্য করা যায়। ওই একই কাজ করেছিলেন গুরু গোলওয়ালকার। ব্রিটিশের রাজরোষ থেকে বাঁচার জন্য ১৯৪৩ সালের ২৯ এপ্রিল সমস্ত আরএসএস কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশ জারি করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা কুচকাওয়াজ ও ইউনিফর্ম সম্বন্ধেসরকারের আগের নির্দেশ মতো আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করেছি। ... যাতে আমাদের কার্যকলাপ আইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।' আর এই আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪৩ সালে আরএসএস সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আরএসএস আইনশৃঙ্খলার পক্ষে এখনই বিপদজনক— এ কথা বলার যুক্তি নেই। অথচ ঠিক সেই সময়েই বাংলার মেদিনীপুরে রক্তের বিনিময়ে তৈরি হয়েছে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার একই পথ অনুসরণ করে মধ্যপ্রদেশের সাতারা ও যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) বালিয়াতেও ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন তেরঙ্গা পতাকা উড্ডীন হয়েছে। অথচ বিজেপি কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরেই আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে বিমানবন্দরের নাম বীর (!) সাভারকারের নামে নামাঙ্কিত করেছে। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবীরা বছরের পর বছর ওই কুখ্যাত সেলুলার জেলে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন। মহাবীর সিংহ সহ অনেক বিপ্লবীর অকালমৃত্যু হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব তাদের মধ্যে বীরত্ব খুঁজে পাননি? শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আশফাকুল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রওশন সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন এর মতো অসংখ্য বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে ফাঁসিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন, কিন্তু কোনও মতে বাঁচার জন্য সাভারকারের মতো কাকুতি মিনতি করে দাসখৎ লেখার কথা ভাবেননি।

ব্রিটিশ রাজের ক্ষমাপ্রদর্শন ও সাভারকারের প্রতিদান

ব্রিটিশ রাজের ভারতবর্ষ শাসন করার অন্যতম নীতি ছিল 'বিভাজন করো এবং রাজ করো' (ডিভাইড অ্যান্ড রুল)। অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যে কোনও উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করে দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করে দাও। সাভারকারের চিন্তাধারা ও কার্যাবলি ব্রিটিশের এই সর্বনাশা নীতিকে কার্যকরী করতে সাহায্য করেছিল। ১৯২৩ সালে ছদ্মনামে 'Essentials of Hindutva' বইতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষাক্ত বীজ তিনি বপন করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে তিনি প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলমান-এর বিভাজন ও দ্বিজাতিতত্ত্ব কে সমর্থন করে বলেন, "... India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation. On the contrary there are two Nations in the main the Hindu's and the Muslims in India". 'Essentials of Hindutva"পুস্তকে ১৯২৩ সালে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রস্তাবনা তিনি রেখেছিলেন তা আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার ১৯তম সম্মেলনে প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালের ৯ অক্টোবর বোম্বেতে সাভারকারের সাথে আলোচনার পরে তৎকালীন ভাইসরয় ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারত রাষ্ট্রের সচিব লর্ড জেটল্যান্ডকে লেখেন, "The situation he (Savarkar) said, was that His Majesty's government must now turn to the Hindus and work with their support ... our interests were now the same and we must therefore work together ... Our interests are so closely bound together, the essential thing is for Hinduism and Great Britain to be friends, and the old antagonism was no longer necessary." দালালির এই কলঙ্কজনক ইতিহাসকে বিজেপি কী ভাবে চাপা দেবে?

সাভারকর, জিন্নাহ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

১৯৪০ সালে লাহোরে সারা ভারত মুসলিম লিগের সম্মেলনে মহম্মদ আলি জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব গ্রহণ করেন। এতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাভারকার ১৯৪৩ সালের ১৫ আগস্ট নাগপুরে এক সভায় বলেন, 'শ্রী জিন্নাহর সাথে দ্বিজাতি তত্ত্ব নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। আমরা হিন্দুরা একটি নিজস্ব জাতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি'। এই ভাবে প্রকাশ্যে সাভারকার জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের পাশে দাঁড়ালেন। যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। তাই শত চাতুরি সত্ত্বেও দেশ বিভাজনের এই কলঙ্কজনক ইতিহাসের পেছনে সাভারকারের ভূমিকাকে বিজেপি আড়াল করতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মুসলিম লিগের সাথেই হিন্দু মহাসভা ১৯৪২ সালে বাংলা প্রদেশে এবং সিন্ধু প্রদেশে যৌথভাবে সরকার গড়ে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল।

এ ছাড়া ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অঙ্গীকার করা শর্তানুযায়ী সাভারকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিন্দু মহাসভার প্রতিটি শাখাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হিন্দু যুবকদের (বিশেষভাবে বাংলার এবং আসামের) উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশ মিলিটারিতে যোগদান করার জন্য। ব্রিটিশের হয়ে এই সৈন্যরাই নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার বিশেষত সাভারকারের এই কলঙ্কজনক ভূমিকা যাতে বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যায় তার জন্য সুকৌশলে ইতিহাসের জঘন্য বিকৃতি করা চলছে। এই চাতুরিপূর্ণ বিকৃত বিজ্ঞাপনটি তার অন্যতম নিদর্শন।

শিক্ষা দুর্নীতিতে যুক্ত সবার শাস্তি চাই

একের পাতার পর

সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই তালিকায় আইনি জটিলতা রয়েছে। উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি রিপোর্ট এখনও প্রকাশ পায়নি।

রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতির কারণেই রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই কলঙ্কজনক অধ্যায় তৈরি হল। সিবিআই-এর ভূমিকাও যথাযথ নয়। সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের 'অল আর ফ্রড' বক্তব্য নিয়েও ধিক্কার জানাচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। এমনকি বিচার ব্যবস্থাও আজ ন্যায়বিচার দিতে পারেনি। ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী যেমন ভুগছে তেমনি হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর জীবনে চরম সংকট নেমে এসেছে। সম্প্রতি কয়েক জনের জীবনহানিও ঘটেছে। নতুন করে যোগ্যতার পরীক্ষা তাঁদের জীবনে এক অভিশাপ। নিজেদের হকের চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনে রাজ্য সরকারের পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক অত্যাচার করেছে। লাথি মেরেছে, লাঠিপেটা করেছে, মিথ্যা কেস দিয়েছে।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন সংগঠিত করেছে। দলের দাবি, এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। সকল যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে এবং এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত সকলের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

২৮ হাজার বাজার কর্পোরেটকে দেওয়ার প্রতিবাদে কলকাতায় কৃষক কনভেনশন

এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে ২৭ আগস্ট কলকাতায় থিওসফিক্যাল হলে অনুষ্ঠিত হল এক কৃষক কনভেনশন। কর্পোরেট স্বার্থে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার খসড়া জাতীয় কৃষি বিপণন বিলের মধ্য দিয়ে এপিএমসি আইনের অধীনে ৫০৫৭টি সংগঠিত পাইকারি বাজার, ৫০০টি অনিয়ন্ত্রিত বাজার, ২২৯৩১টি গ্রামীণ হাট সহ সমস্ত বাজার কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। কনভেনশনের মূল প্রস্তাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করার আহ্বান জানানো হয়। এসআইআর-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাদের বেনাগরিক করার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। কনভেনশনে আমন্ত্রিত ছিলেন, রাজ্যের এসকেএম-এর নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সভাপতি কমরেড পঞ্চানন প্রধান। বক্তব্য রাখেন, এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমল হালদার, কৃষক খেতমজুর মহাসভার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড কার্তিক পাল এবং অগ্রগামী কিষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক কমরেড ফরিদ মোল্লা। গোপাল বিশ্বাস বলেন, কৃষকের সমস্যা ও এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ৮ সেপ্টেম্বর এআইকেকেএমএস সমস্ত জেলা সদর দপ্তরে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 6 Bengali Weekly September 5, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

শহিদ মাধাই হালদার স্মরণে

১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি)-র নেতৃত্বে ১৩ দলের আন্দোলনের শহিদ কমরেড মাধাই হালদারের ৩৬তম শহিদ

দিবসে কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ (উপরের ছবি) ও তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাধাকান্তপুরে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে দলের রাজ্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। রাধাকান্তপুরে

আটেশ্বরতলার স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। সভাপতিত্ব করেন কমরেড গুণসিন্ধু হালদার। বক্তব্য রাখেন কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড রাজকুমার বসাক, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ সরদার প্রমুখ।

শিক্ষার সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার

১৬ আগস্ট 'শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট— পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারটি আয়োজন করে যৌথভাবে ভারতের এআইডিএসও এবং শ্রীলঙ্কার আরএসইউ। আলোচনায় অংশ নেন ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা, এই পাঁচটি দেশের সাতজন ছাত্রনেতা। সঞ্চালনা করেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক রাহুল সরকার এবং আরএসইউ-এর সদস্য দারণী বান্দ্রা।

বক্তারা এই ওয়েবিনারটিকে একটি জরুরি উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষার সঙ্কট পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পরিণতি, যা শিক্ষাকে মানবিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে না, বরং মুনাফার জন্য কেনাবেচা ও শোষণের একটি পণ্য হিসেবে দেখে। কী ভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ, ডব্লিউটিও এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার নির্দেশ মেনে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সরকার শিক্ষা সহ বিভিন্ন পরিষেবা খাতের বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্পোরেট-নির্ভরতার নীতি ক্রমবর্ধমান হারে গ্রহণ করেছে, তাঁরা তা তুলে ধরেন।

প্রত্যেক বক্তা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেন। বলেন, এই সংগ্রাম কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যই, যা মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণমুক্ত এক নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

পুর পরিষেবার দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ

পুর পরিষেবার অভাবে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার পুর নিগম এলাকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে নতুন নিকাশি নালা নির্মাণ শুরু হওয়ায় গোটা শহর যানজটে নাকাল। সুষ্ঠু ভাবে আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে।

মশার প্রবল উপদ্রব। রাস্তার বহু জায়গায় আলো নেই, সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলের সংকট। এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তারও নেই। এই অবস্থার প্রতিকারে ২৫ আগস্ট এসইউসিআই(সি)-র উদ্যোগে সিটি সেন্টারের সামনে ৯ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ।

দাবি আদায়ে রাজপথে মিড ডে মিল কর্মীরা

এআইইউটিইউসি সহ তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন অনুমোদিত মিড ডে মিল কর্মী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী যৌথ সংগ্রাম কমিটি'-র পক্ষ থেকে প্রায় দশ হাজার কর্মী ২৬ আগস্ট কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান।

দীর্ঘ বঞ্চনা দূর করে অবিলম্বে উৎসব বোনাস দেওয়া, বছরে ১২ মাসের মজুরি, বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা, কর্মী ছাঁটাই বন্ধ করা সহ দশ দফা দাবিতে শিয়ালদা স্টেশন থেকে একটি সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল, দৃপ্ত মিছিল নবান্নের দিকে এগিয়ে যায়। হাওড়া থেকেও একটি মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হয়ে এই মিছিলে যোগ দেয়।

বিশাল মিছিল কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের সঙ্গে কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। সেখানেই বসে পড়ে রাস্তা অবরোধ করে মিড ডে মিল কর্মীরা নিজেদের দীর্ঘ বঞ্চনা, যন্ত্রণা ও দাবির কথা তুলে ধরেন। সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সুনন্দা পণ্ডা এবং যুগ্ম সম্পাদক নীলাঞ্জনা কর সহ ৬ জনের প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকদিনের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের আশ্বাস দেওয়া হয়। দাবি না মানলে কাজ বন্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় যৌথ মঞ্চ।

রাস্তা নেই, আলই ভরসা শীতগ্রামে

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে শীতগ্রাম অঞ্চলের গ্রামগুলি হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই এখানে জনবসতি ছিল। অথচ স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে এখনও এখানকার বহু গ্রামে গরিব বাসিন্দাদের চলাচলের কোনও রাস্তা নেই, জমির আলই একমাত্র ভরসা। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বাঁশের দোলা করে রাজ্য সড়কে এনে তারপর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। যে গ্রামগুলোতে রাস্তা আছে সেগুলিও খানা-খন্দ ও কাদায় ভরা। স্কুলে যেতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝেই কাদায় পড়ে গিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। কিছুদিন আগেই এ ভাবে একজন প্রাণ হারিয়েছেন।

পঞ্চায়েত, বিডিও, এসডিও-কে বার বার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে ২২ আগস্ট এলাকার ছাত্র-যুবক, কৃষক-খেতমজুর, পরিযায়ী শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি সকলে একত্রিত হয়ে পানিশালা-মহারাজা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবরোধ চলার পর রায়গঞ্জের জয়েন্ট বিডিও এবং আইসি-র মধ্যস্থতায় রাস্তা তৈরির আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এআইকেকেএমএস-এর রায়গঞ্জ ব্লক সম্পাদক এম ডি আবদুল্লা, বিমলা দাস, হরি দাস, বাবলু দাস, বদিনাথ দাস, অভয় দাস প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com